মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর অবগতি সাপেক্ষেঃ

মাননীয় প্রতিষ্ঠাতার ইলহাম প্রাপ্ত আদেশক্রমে নির্মিত ও পরিচালিত ISP ভবন ঢাকা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত N.I.S.P.B.D আওতাভুক্ত এবং পদাধিকার বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর (প্রস্তাবিত) প্রধান পৃষ্ঠ পোষকতায় গঠিত।

প্রাথমিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য

এই (N.I.S.P.B.D) জীব ও বৈচিত্র্য জন্ম সূত্রে পৃথিবীর নাগরিক শ্রেণি বিন্যাসে তাদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করত ।আত্বমানবতা সেবায় সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত প্রকৃতিবাদী জীব ও বিচিত্র রক্ষায়, কর্মকে সম্মত রেখে জগতকে কল্যাণ মুখী করে তরিকপন্থীদের, অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী, দাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে, বহুমুখী কার্যাদির সাথে সাধু সত্যবাদী মানবতার দর্শনে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জন সাধারণের সর্ব উত্তম নীতি আদর্শে বিপদগামী ও সমস্যায় পতিতদের আশু সমাধান, দারিদ্রতা, হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত, জেনা ,ঘুষ , সুদ ,দুর্নীতি , দূরীভূত করে সাধুবাদের সত্য নীতি (সাম্যবণ্টন নীতি), প্রতিষ্ঠিত করে জীব ও বৈচিত্র্যের উন্নয়নে দূষণমুক্ত, অভাব মুক্ত, অভিযোগ বিহীন, বিশ্ব গড়ে তোলার অঙ্গিকার ব্যক্ত করে । ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্যবলী পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অবগতি সাপেক্ষে যাবতীয় কার্যাদী সম্পূর্ণ করবে । রাষ্ট্র দ্রোহী ও সরকার বিরোধী এবং প্রচলিত আইন এর পরিপন্থী সকল কার্যক্রম অকার্যকর বলে গণ্য হবে বা হইবে ।

১। ক) জাতীয় সাধু সংসদ (N.S.P)ও আন্তর্জাতিক সাধু সংসদ (I.S.P) যৌথ (NISPBD)

খ) বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক শাহী ভ্রমন প্রকল্প (B.I.S.T.P)

গ) I.T বিভাগ, ISP ভবন, N S P কেন্দ্রীয় সংসদ ঢাকা।

ঘ) সাধু সংসদ আওতাভুক্ত "বিশ্ব লালন সংসদ বাংলাদেশ" (I.L.S.B.D)

ঙ) আজমেরী শাহী মালাং কাফেলা পরিচালনা গভর্নিং বোর্ড, ঢাকা।

২। ক)(N.S.P) জাতীয় সাধু সংসদ এর প্রধান কার্যালয় I.S.P. ভবন, বরাবো- তারাবো, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা।

খ) প্রশিক্ষন কেন্দ্র/সদর দপ্তরঃ সাতপাখী, বাগান বাড়ী তেঘরীয়া বটতলা, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

গ) এছাড়া সারাদেশের ভৌগলিক/সিমানার মধ্যে N.S.P বর্তমানে ১০৩০ টির বেশী সনাক্ত কৃত কেন্দ্রের মধ্যে অনেক গুলি সাধু সংসদের নামে ওয়াকফাকৃত বা দানকৃত, ও সরকারি খাস জমি বরাদ্দ বা লিজে গ্রহণ কৃত। প্রধান কার্যালয় I.S.P ভবন সহ অভয়াশ্রম+অন্ন আশ্রম সহ বহুমূখী মানব কল্যানকর প্রকল্প এ ছাড়া "দ্বীনে তরিকত" প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন দরবার-আস্তানা-খানকাশরীফ, ধ্যানকেন্দ্র, মাজারশরীফ, সর্ব ধর্ম উপাসনালয়-সাধনালয়-আধ্যাত্বিক বিদ্যালয়, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয়, কলেজ ও হাসপাতাল, কৃষি খামার ও অন্যান্য যেকোন মানব কল্যানকর প্রকল্প

প্রতিষ্ঠান N.S.P আওতাভুক্ত করত স্বচ্ছতার সাথে সততার স্তম্ভে দাঁড়িয়ে নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পারবে ।

ঘ) জাতিধর্ম নির্বিশেষে নিজ নিজ গুরু নির্দেশিত গুরু কার্য অনুযায়ী সাধু সংঘ – ওরশ মাহফিল- সাধু সম্মেলন/সমাবেশ- র‍্যালি, মাসিক, সাপ্তাহিক মাহফিল ও প্রত্যক্ষ গুরু কার্যাদি পরিচালনা করতে পারবেন।এ ছাড়া দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রধান সহ স্ব-স্ব স্থানের রাষ্ট্রীয়+সরকারী দপ্তর অবগতি সাপেক্ষে, স্থানীয় কর্তব্যরত কর্মকর্তা ও নেত্রীবৃন্দের পরামর্শ বা সম্মতি গ্রহন বাঞ্ছনীয়, কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্ঠি করলে, কেন্দ্রীয় সংসদ ঢাকাকে তৎসঙ্গে অবগত করা বাধ্যতা মূলক।

ঙ) উপরোক্ত নিয়মে ২০০০ সাল থেকে জাতীয় সাধু সংসদ N.S.P গবেষনা মুলক কার্যক্রম দেশব্যাপী ও ভারতে করে আসছে, কিছু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, বকেয়া খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে এইবার ডিজিটাল পন্থায় বাস্তবায়ন করা হবে বর্তমানে দেশব্যাপী বিশাল পরিধিতে সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সরকারী সহযোগীতা গ্রহণ আবশ্যক হইয়া পরিয়াছে । যাতে সরকার কর্তৃক সাংগঠনিক সহযোগিতা প্রদানে বা গ্রহনে কোন প্রকার সমস্যা বা বিলম্ব না হয় অথবা কোন প্রকার জটিলতা না থাকে এর জন্য সাধু সংবিধান মতে পদাধীকার বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে (প্রস্তাবিত) প্রধান পৃষ্ঠপোষক করতঃ দেশব্যাপী মাননীয় সাংসদের পৃষ্ঠপোষকতায় N.S.P পরিচালনা সহ সকল জটিলতা নিরসনে আগ্রহী সাধু মহৎ সহ তরিকত পন্থী সম্প্রদায়ের সাথে লালন অনুসারীগণ। তাই উপরোক্ত নিয়ম বহাল রেখে দেশব্যাপী সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে NSP কেন্দ্রীয় সংসদ ঢাকা, ভবিষ্যতেও উক্ত নিয়ম বহাল রবে বা থাকবে ।

চ) সাধু সংসদের প্রস্তাবনা যে, সরকার কর্তৃক সাধু মন্ত্রনালয় বাস্তবায়ন না হওয়া বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হইতে পুর্ণাঙ্গ ভাবে তদারকীর সাথে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান অথবা উনাদের ত্বত্ত্বাবধায়নে পরিচালনা না হওয়া পর্যন্ত (N.S.P) কেন্দ্রীয় সংসদের অধীনে মহা সমন্বয় সংসদ সহ অন্যান্য সংসদের বা দপ্তরের ঠিকানায় স্থান হস্তান্তর করা যাইবে বা পরিবর্তন করা যেতে পারে আথবা পারিবে ।তবে প্রকাশ থাকে যে উক্ত সম্পত্তি বা জমি , যে কোন প্রক্রিয়া N.S.P নিজ দলীল ভিত্তিক দখল থাকা বাধ্যতা মূলক ।

৩। ক) সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লালন অমীয় বাণী সকল নির্বাচকদের গবেষণায় উত্তম নির্বাচিত হওয়া, আমাদের গর্ব, বাংলার মাটিতে আধ্যাত্মিক মনীষী মরমী ফকির সাধু সম্রাট লালন শাঁইজি । তাই দেশব্যাপী লালন খিলকাধারীদের সমন্বয়ে সকল লালন একাডেমী-বাউলসংঘ- আখড়াবাড়ী, এক শুদ্ধ সাধু ধারায় বা নীতিতে পরিচালনার জন্য সাধু সংসদ আওতাভুক্ত বিশ্ব লালন সংসদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতঃ পরিচালনা করা হইবে বা যাইবে।পরবর্তীতে সারা বিশ্বব্যাপী উক্ত আদর্শ সম্প্রসারনের লক্ষ্যে প্রথমে ভারতের বাংলায়, অতঃপর বিভিন্ন ভাষায় লালন অমীয় বাণী রূপান্তর করত সারাবিশ্বে প্রচার ও প্রসারের জন্য বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক শাহী ভ্রমণ প্রকল্পের

(B.I.S.T.P) মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে সাধুদের মানবধর্ম বিস্তার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রনী ভুমিকা পালন করবে, সাথে উক্ত বহুমূখী ভ্রমন প্রকল্প প্রক্রিয়ার মধ্যে আজমেরী শাহী মালাং কাফেলা "দ্বীনে তরিকত" প্রতিষ্ঠা সহ আউলিয়াদের অনুকরন অনুসরণ করত সারাবিশ্বে সকল ধর্মীয় উপসনালয় পরিদর্শন পর্যবেক্ষন সহ অবস্থান করতঃ মানবধর্ম সম্প্রসারণে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন সাধু-মহৎ, পাগল-মস্তানদের কর্মকর্তা-আহবায়ক ও কাফেলার সরদারগণ। উপরোক্ত নিয়ম মেনে পদযাত্রা বা পদব্রজে কাফেলা বিভিন্ন মঞ্জিল (অবস্থান) নির্ধারন করতঃ "বাংলারপদযাত্রা" কেন্দ্রীয় সংসদ এর অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা করতে পারবে। অনুমোদন ছাড়া দেশব্যাপী পদযাত্রা বা কাফেলা পরিচালনা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। অপরাধীকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সহ উক্ত কাফেলা উপরের নিষেধ আজ্ঞা জারী করত উক্ত সংস্থার সকল কর্মসূচি স্থগিত বা বাতিল করা হবে।

খ) দ্বীনে তরিকত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যমুনার চরে বা পদ্মার তীরে সারা বিশ্বের তরিকতপন্থী আকার বিশ্বাসী, সাধু-গুরু, পীর মাশায়েখদের সমন্বয়ে পরিচালনা কমিটি বা উপকমিটি গঠন করতঃ তরিকতপন্থীদের বিশ্ব ইজতেমা, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মহামিলন বা বিশ্ব সাধু সম্মেলন করার লক্ষ্যে সকল প্রকার বৈধপন্থা সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ মোতাবেক গ্রহন করতঃ বাস্তবায়ন সাথে এন এস পি আওতাভুক্ত সকল কেন্দ্র ও করা হচ্ছে বা হতে থাকবে। সদস্য কর্মকর্তা স্বেচ্ছাসেবকগণদের উক্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন করা বাঞ্চনিয় সাথে কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক প্রতি বছর উক্ত সম্মেলন করন বাধ্যতামূলক। যাহা মাননীয় এন এস পি জন্মলগ্ন হইতে যমুনার তীরে করে আসছেন। বর্তমানে পদ্মার চরে পরিবেশ গঠনের চেষ্টা অব্যহত আছে থাকবে।

৪। উপরোক্ত কার্যক্রম কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংসদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কর্ম এলাকার প্রধান কার্যালয়/কেন্দ্রীয় সংসদ, বিভাগ, মহানগর, জেলা, উপজেলা,ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ইউনিট সহ সকল স্থানে বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক কার্যালয়, কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে বা যাইবে, অথবা প্রয়োজনে নির্ধারিত বা সনাক্তকৃত স্থান হইতে স্থানান্তর করা হইবে বা যাইবে, যাতে সরকার কর্তৃক ও সাংগঠনিক সহযোগিতায় কোন প্রকার সমস্যা বা বিলম্ব না হয়।

ক) অথবা কোন প্রকার জটিলতার অবকাশ না থাকে। পদাধিকার বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন।

খ) প্রথমত বাংলাদেশ ব্যাপী কার্যক্রম পরিচালিত হবে। আর বাংলাদেশ ব্যাপী উক্ত সংসদের কার্যক্রম ৬৪ জেলায় গবেষণা মূলক ২০০০ সাল, থেকে অস্থায়ী ভাবে স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ডি এস বি/এন এস আই) এবং নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে বা অবগতি সাপেক্ষে যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম বা আনুষ্ঠানিক সম্মেলন , আধ্যাত্মিক মহামিলনের অভিপ্রায় আন্তর্জাতিক সাধু সম্মেলন, শাহী মিলন মেলা, অভাব মুক্ত, অভিযোগ বিহীন কেন্দ্রীয় সংসদ পরিচালনা

করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্থায়ী অনুমতি দান ও সরকারের বিশেষ সহায়তা আবশ্যক।

বর্তমানে সারাদেশ ব্যাপী পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে বিশ্বব্যাপী উক্ত সংবিধান মোতাবেক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে বা যাইবে।

৫।তরিকতপন্থী পীর ফকির, সন্ন্যাসী, ব্রক্ষচারী, উম্মাদ, পাগল, গোসঁই, শাঁইজি, খিলকাধারী, সাধু-মহৎ, সাধক, গৃহত্যাগী, সংসারত্যাগী, সর্বত্যাগী,স্বেচ্ছাসেবক,মোতাওয়াল্লী, ভক্ত আশেকানদের, গুরু সনাক্ত করতঃ শ্রেনী বিন্যাশে পরিচয়পত্র ও সনদপত্র প্রদান করা হইবে বা যাইবে, ও বর্তমানে অস্থায়ী ভাবে পরীক্ষামূলক করা হইতেছে বা যাইতেছে। যাহারা উত্তীর্ণ হবেন তাহাদের সম্মানী পদক/সনদ প্রদান করতঃ স্থায়ীভাবে N.I.S.P.B.D এর সদস্য করা হবে বা কর্মকর্তা হিসেবে পদ উন্নতি করা হবে বা যাইবে ।

৬। অবহেলিত গরীব ও মিসকিন তরীকতপন্থী সদস্যদের মধ্যে জনহিতকর বহুমুখী কার্যক্রম প্ররিচালনা করা হইবে। পরবর্তীতে আরো বৃহত্তর আকারে তরীকতপন্থীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে বিশ্বব্যাপী সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহন করার পরিকল্পনা বর্তমানে বাস্তবায়ন মুখী রয়েছে ।

৭। জাতি ধর্ম বর্ণ দল মত নির্বিশেষে সত্য ও সঠিক পন্থা সন্ধানে তরীকত পন্থীদের মধ্যে মহা ঐক্য গড়ে তুলে সাধুবাদের বিশ্বাসে মানবতার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে অবহেলিত,বঞ্চিত,সাধক, ভক্ত আশেকানদের, তালিকা প্রকাশ করা হইবে। বিশ্ব শান্তির সভ্য মানব সমাজ গড়ে তোলার জন্য বিশ্বব্যাপী যাবতীয় সাংগঠনিক পদক্ষেপ বা যে কোন পন্থা গ্রহন করা হইবে বা যাইবে।

৮। কুসংস্কার বর্জনের ব্যবস্থা করে ধর্মের সঠিক নীতি আদর্শ তুলে ধরে মানব সমাজের বিভ্রান্ত কর পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে একে অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা এবং ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হইবে বা যাইবে।

৯। প্রকৃতি দূষণ প্রতিহত করার চেষ্টা অব্যহত রাখতে সকল প্রকার প্রক্রিয়া চালনো, এবং জৈবিক তথা বৈচিত্রময় পদক্ষেপ এর মাধ্যমে কৃষি খামার উন্নতি সাধন করতে, স্বেচ্ছাসেবক কৃষকদের উন্নত প্রশিক্ষন দেওয়া ও গৃহপালিত পশু এবং খামার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহন করে সমৃদ্ধি ও সনির্ভরউন্নত মানব জাতি গঠনে এন এস পি'র সকল প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে থাকবঠাকব

১০। তরীকত পন্থীদের দেহতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব এর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন সহ সফল সাবলম্বী করে তুলতে সুশিক্ষার প্রয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা এবং সংশ্লিষ্টদের সুপারিশ করা সাথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষন কেন্দ্র বাস্তবায়ন করতঃ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বা যাইবে ।

১১। জীব ও বৈচিত্র জন্মসূত্রে পৃথিবীর নাগরিক, জেলা ভিত্তিক শ্রেনী বিন্যাশে সকলের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা ও মানুষেকে সচেতন করা ও স্বচ্ছল অবস্থার জন্য দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে বা যাইবে।

১২। তরীকতপন্থীদের সকল প্রকার আত্ম সন্ধানী, সাধু-মহৎ এর প্রতি সর্বাবস্থায় শ্রদ্ধা নিবেদন, ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতা ব্যবহারিক প্রদর্শন,অপরদিকে দুর্নীতি, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানী, মারামারী, কুটকৌশল,পর সমালোচনা, জেনা, ঘুষ,সুদ,গীবত, সকল প্রকার অবৈধ-অনৈতিক কর্ম থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যহত রাখা। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা, সাধু সংবিধান মোতাবেক দোষীদের চিহ্নিত করে কঠিন শাস্তির বিধান প্রচলিত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে না যাইবে।

১৩। বাউল, কবি, সাহিত্যিক,শৈল্পিক কলা কুশলী, সাধু, সাধকের সন্ধানে তাদের সেবামুখী পথ সৃষ্টি করে সর্ব সাধারনের মাঝে তুলে ধরতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা, এবং তাদের উৎসাহীত করতে বিভিন্ন উপাধি বা পদবীতে ভূষিত করা। লোকজ সংস্কৃতি ও আধ্যাত্বিক সর্বতরিকতের উন্নয়নে/বিকাশে, মাসিক প্রশিক্ষন দিয়ে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করা, প্রাচীন স্থাপনা সংরক্ষন, চিত্র, মানচিত্র,ভাষ্কর্য, পত্নতত্ত্ব কারুকার্য, নতুন পুরাতন পান্ডুলিপি সংগ্রহ করতঃ গ্রন্থশালা বাস্তবায়ন ও হিন্দু রাজা, জমিদারদের স্মৃতি বিজরিত স্থান, স্থাপনা, রাজবাড়ী গুলো সংরক্ষন করা, প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অবগতি সাপেক্ষে সংস্থার নিয়ন্ত্রনের ব্যবহার করা ও বিভিন্ন ভাবে মহারথী মানব কল্যানকর কাজে ব্যবহার করা হইবে বা যাইবে।

১৪। তরিকতপন্থী তথা সকল ধর্মীয় মানবতা পন্থীদের সমন্বয় সাধনে তাদের ধর্মের উদ্দেশ্যের বিষয় ভিত্তিক শ্রেনী বিন্যাশ প্রশিক্ষনের জন্য সংগঠিত করে যথাযথ নীতি-আদর্শ শিক্ষা দেওয়া এছাড়া কর্মমুখী প্রশিক্ষন দেওয়া। শিক্ষা ও প্রশিক্ষন শেষে জিবীকা নির্বাহের জরুরী পদক্ষেপ, দেশ ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে বা যাইবে।

১৫। মাজার শরীফ,রওজা শরীফ, এতিমখানা, আধ্যাত্বিক সুফী বিদ্যালয়, অভয়াশ্রম, দরগা, খানকা, আস্তানা, ধর্মীয় উপাসনালয়, লালন একাডেমী, আখড়াবাড়ি, সহ সকল প্রকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা তথ্য সংক্রান্ত সম্পদ সম্পত্তি, প্রভুর পক্ষে গ্রহন করা। উৎপাদন বা উন্নয়ন মুখী করতে সকল প্রকার সু-ব্যবস্থারপনা পদক্ষেপ সংস্থার নিয়ন্ত্রনে নেওয়া বা সংরক্ষন করা, তার জন্য সকলপ্রকার প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে বা যাইবে।

১৬। সর্বপরি সর্বপ্রকার সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক উপহার দিতে নিম্ন হতে সর্ব উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা, গণমুখী আধ্যাত্বিক মানবতা ও প্রকৃতিবাদী রচনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অপসংস্কৃতি ও অপপান্ডুলিপি বন্ধের চেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং সুসমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে উন্নত মানের বাস্তব ধর্মী আধ্যাত্ববাদী এবং যুগউপোযোগী মহামানবদের জীবন আলোক্ষ্যে

চলচিত্র/টেলিফিল্ম, ডকুমেন্টারী,পান্ডুলিপি, ক্যালেন্ডার প্রস্তুত ও বাজারজাত করন এবং নিজস্ব টিভি চ্যানেল ও পত্রিকা, পরিচালনার লক্ষে মিডিয়া বাস্তবায়ন করণ। উক্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যে সৎ নির্ভিক অবিক্রিত কলম যোদ্ধা সাংবাদিকদের একত্রিত করণ ও সততা সনদ প্রদান করা হইবে বা যাইবে।

১৭। শাহী অভয়াশ্রম নির্মানে উপহার আঙ্গিনায় মিডিয়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী করে আচার অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ ভাবে মানুষের মধ্যে সকল ধর্ম বৈষম্য প্রচীর তুলে মানবতার সেবায় মানুষের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে একে অন্যের প্রতি মানব প্রেম, বন্ধন সৃষ্টি করা হইবে বা যাইবে।

১৮। এতিম, অবহেলিত পরিত্যাক্তা নারী, হিজড়া বা পতিতা ও শিশুদের যথাযথ সর্বপ্রকার কল্যান নিশ্চিত করতে সর্বপরি ব্যবস্থা গ্রহন করা এতিমদের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহন করা। তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে বিভিন্ন খামার,হস্ত শিল্প, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্প কারখানা স্থাপন করা বা করতে উৎসাহিত করা বা সহযোগিতা করা হইবে বা যাইবে।

১৯। সংসদের বেকার যুবক ও সহযোগিতাকারী সঙ্গী সাথীদের কর্ম সংস্থানের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন ও প্রকল্প বা প্রজেক্ট চালু করা, পশুপালন ও কৃষিভিত্তিক খামার স্থাপনে আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মসূচি গ্রহন করা এবং সরকারী চাকুরী বা অনুদানের ক্ষেত্রে ১০% কোটা সংসদে বরাদ্দ নেওয়ার সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে বা যাইবে।

২০। বেকার সমস্যা সমাধানে সর্ব সাধারনের ক্ষেত্রে যে কোন সরকারী সম্পদ-সম্পত্তি, খাসজমি-পরিত্যাক্ত জলাসয়, চরাঞ্চল, ক্যানেল, নদীর পাড়, রেলের দুই পাশে অথবা পরিত্যাক্ত জমিগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রহন করে, সংস্থার নিয়ন্ত্রনে এনে দুস্থদের মাঝে বন্টন ও তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করা, ভবঘুরোদের পূর্ণ বাসন, ভূমিহীনদের পুর্ণ বাসন, গৃহ হারাদের গৃহদানের প্রকল্প, সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে বা যাইবে।

২১। সকল প্রকার প্রতিবন্ধীদের সাহায্য সহযোগীতা করা যৌতুক বিহীন বিবাহের ব্যবস্থা গ্রহন করা, পঙ্গু-বিকলাঙ্গ, মূক ও বধির বাক প্রতিবন্ধিদের যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের মানব সমাজে কল্যানকর প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলা হইবে বা যাইবে।

২২। বয়ঃবৃদ্ধদের কল্যানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা, মানব অধিকার নিশ্চিত করা ও বৃদ্ধাশ্রম বাস্তবায়ন করা উক্ত আশ্রমের মাধ্যমে বৃদ্ধদের সেবা করার উত্তম ভূমিকা পালন করা ও স্থায়ী ভাবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ও মৃত্যু কালে N.S.P নিজেস্ব সম্পত্তিতে নিজ তত্ত্বাবধানে কাফন ও দাফন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইবে এবং যগ্যতা ভিত্তিক মাজার শরিফ বাস্তবায়ন করা হইবে বা যাইবে।

২৩। বাল্য বিবাহ, একাধিক বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহন করা ও তাদের সু-পরামর্শ প্রদান করা, মহিলা আশ্রম নির্মান করা, উক্ত আশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক শিল্প যা

সংবিধানে অনুমোদন রয়েছে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে বা যাইবে।

ক) শারিরীক ও মানুষিক সমস্যায় পতিতদের ও নেশাগ্রস্থদের সমস্যা সমাধান করতে উপযুক্ত মাদক নিরাময় কেন্দ্র বা বহুমুখী হাসপাতাল পরিচালনা করা হইবে বা যাইবে।

খ) সকল সু-কর্ম করন, সু-সম্পদ গ্রহন সকল কু-কর্ম বর্জনের পরামর্শ অব্যহত রাখা, সদস্যদের ভূমি ব্যবস্থাপনা সহ হস্তান্তর বিষয় ও দাবিনামা পত্র বা দানপত্র বিষয়ে সমাধানের কৌশল ও পরামর্শ প্রদান করা হইবে বা যাইবে।

২৪। দুরারোগ্য ব্যাধী হতে মুক্ত থাকার চেষ্টা অব্যহত থাকা ও সাধুসেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নত মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষনের সর্বপরি ব্যবস্থা গ্রহন করা আয়ুর্বেদ সহ বহুমুখী চিকিৎসালয়/হাসপাতাল ও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে বা যাইবে।

ক) ভাস্কর্য, চিত্রকর্ম। পত্নতাত্ত্বীক, ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্পর্কে প্রচার,গবেষণা, সংরক্ষন ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে বা যাইবে এবং ঈদগাহ, গোরস্থান ও শশ্মান ঘাট স্থাপন করা হইবে।

খ) খানে, খোদা পীরত্ত্ব, অবত্যর, মাজার, রওজা শরীফ, আস্থানা সহ যে কোন ওয়াকফা বা দানকৃত প্রতিষ্ঠান এবং তরিকতপন্থী মনিঋষি, মনিষী, দেওয়ান, আওলিয়া, দরবেশ, সাধু, পীর, ফকির, পাগল, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, দুর্বল ব্যক্তিদের ব্যবহারিক বা পৈত্রিক সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠান বেদখল বা ওয়ারিশ বিহীন থাকলে উহা যথাযথ আইনের মাধ্যমে উদ্ধার করা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা। সর্বোপরি ঈশ্বরের স্থপতি হিসেবে সংসদের দায়িত্বাধীন সার্বিক বিষয়ে পরিচালনা করা অথবা মূল মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হইবে বা যাইবে।

২৫। প্রতিবন্ধীদের ও হিজরাদের ভিক্ষাবৃত্তি ব্যবহার বন্ধ করা এবং তাদের উদ্ধার করে ঈশ্বর নিকেতন এতিমখানা বা অণ্ন আশ্রম/বৃদ্ধাশ্রমের মাধ্যমে লালন পালন করা হইবে বা যাইবে।

২৬। প্রকৃত ভিক্ষুক বা মিসকিনদের মাঝে সনদ বিতরন করা এবং ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে উৎপাদন মুখী জীবন যাপনের সুব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে যাইবে।

২৭। প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টার সার্বিক কারুকার্য জ্ঞান,বিজ্ঞান,ধ্যান,ধর্ম,কর্ম, নিহিত আছে। এই সত্য সর্বময় জীব ও জীবনে বিতর্কিত বিষয়ের অবসান ঘটিয়ে এক সত্য ব্রত গ্রহনে মানবতার শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসাবে গ্রহন করা হইবে বা যাইবে।

২৮। সকল প্রকার দায়িত্বে থাকা ব্যাক্তিদের মহতি দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা এবং কুটকৌশলীদের নিকট হতে কোন সহযোগিতা গ্রহন না করা। সৎ, সত্য,সাদা মনের, সুন্দর

মানুষদের, চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ সম্মানে ভূষিত করা, যার মাধ্যমে সকল সৎ ইচ্ছায় সহযোগীতাকারীর সকল সহযোগিতা গ্রহন করা হইবে বা গ্রহন করা যাইবে।

২৯। শুধুমাত্র সাধকদের জন্য সিদ্ধি সেবা ব্যতিত সকল প্রকার মাদক ও ধূমপান হতে বিরত রেখে রোগ মুক্ত সুস্বাস্থের অধিকারী হয়ে আহবায়ন জানানো, সাথে ধূমপান ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম গ্রহন করা। এ ব্যপারে কঠোর থেকে কঠিন কর্মসূচি পালন করার প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহন করা হইবে বা যাইবে।

সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয় কর্তৃক রেজিঃ----- মাদক মুক্ত সমাজ গঠন আমাদেরই অঙ্গ সংগঠন সংস্থা এর মাধ্যমে দেশব্যপী মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার সর্বাত্তক চেষ্টা চালাবে সাধু সংসদ।

৩০। ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় তথা বিশ্বব্যাপী কল্যানের দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে উৎসাহিত করা, প্রকৃতিবাদী মানবতার ইতিহাসকে বিশ্বময় এক মহা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করা হইবে বা যাবে।

৩১। হাট, বাজার, হাওর, বাওর,নদী, নালা, খাল, বিল, বন্দোবস্ত গ্রহনে উৎপাদন বৃদ্ধি করে অন্ন বস্ত্র দান কর্মসূচির মাধ্যমে এতিম শিশুদের, পরিত্যাক্ত নারীদের, অচল ক্ষুধার্থদের খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান, জীবিকার ব্যবস্থা করা, এলাকা ভিত্তিক অভয়াশ্রম, অন্ন আশ্রম, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, মহিলা আশ্রম সহ অনুমোদিত সকল প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হইবে বা যাইবে।

৩২। হাট বাজার ও বিভিন্ন উন্নয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে অন্নদান কর্মসূচি পরিচালনা করা ও বহুমুখী/দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

৩৩। B.I.S.T.P এর মাধ্যমে পাগল, সাধু, সাধক,প্রতিবন্ধিদের, নিষ্কন্টক নিরাপদ ভ্রমনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের ব্যধিপিড়ায় বিনিময় বিহীন বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার জন্য দেশের বাহিরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা, সাথে পর্যটকদের সুবিধার্থে ওজিয়ারতীদের জন্য বিভিন্ন মাজারে ওরশের সময় ট্রেন বা বাসযোগে কাফেলা ভ্রমনের ব্যবস্থা গ্রহন করা ও বৎসরে দুই বার ঢাকা থেকে আজমীর শরীফ সরাসরি ট্রেন যোগে আজমেরী শাহী মালাং কাফেলা পাঠানো হইবে বা যাইবে।

৩৪। কৃত্রিম ক্যামিকেল দ্রব্য ব্যবহার থেকে সদস্যদের বিরত থাকা পরামর্শ দিয়ে প্রাকৃতিক দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

৩৫। সমাজের সম্ভাব্য বিচার্য বিষয় সালিশের মাধ্যমে মোতাওয়াল্লী/সচিব ও আহবায়ক কর্তৃক শান্তি শৃংখলার সাথে বিচার সমাধান দেওয়া। শান্তি শৃংখলা বহাল রাখতে সুপারিশী আদেশ প্রদানে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের পরামর্শ দেয়া হইবে বা যাইবে।

৩৬। প্রকৃতি দূষণ ক্রিয়া চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহন করা, ও দুর্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহযোগিতা প্রদান করা ব্যক্তি ও যথাযথ সম্মলিত ভাবে সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহন ও প্রয়োজনে সরকারী হস্তক্ষেপ এর ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে বা যাইবে।

৩৭। আদিবাসী তথা অবহেলিত নৃ-জনগোষ্ঠিদের সার্বিক কল্যান নিশ্চিত করা ও তাদের সনাক্ত করতঃ সনদ ও পরিচয়পত্র প্রদান করা হইবে বা যাইবে। উক্ত পরিচয় পত্রের বলে তারা সরকারী সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াস অব্যহত থাকিবে।

৩৮। সৎ ও সঠিক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সহায়তা গ্রহন করা বা প্রদান করা দেশে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকিবে বা যাইবে।

৩৯। মানব অধিকার বাস্তবায়নে সক্রিয় ভুমিকা পালন করা ও প্রত্যেক তরীকতপন্থী সদস্যদের শ্রেনী বিন্যাসে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হইবে বা যাইবে।

৪০। সারা দেশের ওয়াকফ দান, প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সম্পত্তি পুর্ণভাবে মুক্ত করে সংসদের নিয়ন্ত্রনে নীতি ও আদর্শে পরিচালিত হইবে।

ক) সর্বত্যাগী ব্যক্তিগণই কেবল ওয়াকফা ষ্টেটের তদারকির যোগ্যতা রাখেন।

খ) হিজড়া,বন্ধ্যা, বিধবা এবং শারিরীক প্রতিবন্ধিরা যোগ্যতা অনুসারে অগ্রাধিকার পাইবে।

৪১। মহাপুরুষদের নীতি,আদর্শ,চরিত্র অনুধাবন ও চরিত্রায়নের মাধ্যমে বিশুদ্ধ বিশ্বায়ন প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ বা বদ্ব পরিবার (NISPBD)।